সংবাদ

তারিখ 17 OCT 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

হালুয়াঘাটের আদিবাসী শিশুদের কথা

দারিদ্র্য ও অসচেতনতা প্রাথমিক শিক্ষার মূল অন্তরায়

অমিত হালদার, হালুয়া ঘাট থেকে ফিরে

কর্মমুখী শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য ও অসচেতনতা ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার মানুষের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ের পূর্বে ২৪ দশমিক ৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী ছিটকে পড়ে চলমান শিক্ষাব্যবস্থা থেকে। আর এ ছিটকে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপজাতি সব থেকে বেশি। একটি জরিপে দেখা যায়, দরিদ্রতার কারণে মোট ভর্তি হওয়া উপজাতি শিক্ষার্থীদের অর্ধেক প্রাথমিক পর্যায়ের গণ্ডি পেরুতে পারে না। এছাড়া উপজাতি অনেক শিশু বাংলা ভাষা ভালো না বোঝার কারণে লেখাপড়ার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

অর্থ উপার্জনের তেমন মাধ্যম না থাকায় পেটের ক্ষুধা নিবারণ ও একটু ভালো থাকার আশায় দরিদ্র অনেক পরিবার ঢাকায় পাড়ি জমায়। তবে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য ভিন্ন উপবৃত্তির ব্যবস্থা করলে তাদের ধরে রাখা সম্ভব বলে মনে করে হালুয়াঘাট উপজেলার শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুল হাই।

ইউনিসেফের অর্থ সহায়তায় শিশু ও নারী উন্নয়নে যোগাযোগ কার্যক্রম (৪র্থ পর্যায়ের) প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আয়োজিত সরেজমিনে প্রতিবেদন তৈরি করতে গিয়ে ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট উপজেলায় গিয়ে এসব তথ্য পাওয়া যায়।

হালুয়াঘাটে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, এ এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ব্র্যাক, কারিতাস ও মিশনারি স্কুল রয়েছে। এ উপজেলায় সরকারিভাবে পরিচালিত স্কুল রয়েছে ১৫৬টি বেসরকারিভাবে পরিচালিত পাঠদান কেন্দ্র রয়েছে ১২১টি ও মিশনারি পরিচালিত পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুল রয়েছে ৩৫টি। সরকারি স্কুলগুলোতে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম চালু থাকলেও বেসরকারি স্কুলগুলো এর আওতায় নেই। এছাড়া মিশনারি স্কুলগুলোতো শুধু বই ও সমাপনী পরীক্ষার প্রশ্ন ছাড়া সরকারিভাবে আর কোন সহায়তা দেয়া হয় না।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুল হাই জানান, এ এলাকায় মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ৬৯ হাজার ৩৭২ জন এর মধ্যে ১৫ শতাংশ আদিবাসী রয়েছে। তিনি জানান, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ৯৮ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকলেও ২৪ শতাংশের বেশি শিশু ঝড়ে যায় প্রাথমিক পর্যায়ে। তবে স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় ২০১১ সালে স্কুলগুলো নিয়ে আসার পর ঝড়ে পড়া শিশুদের হার অনেক কমেছে। তিনি জানান, আমাদের এ উপজেলায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রামের আওতায় ১৫৬টি স্কুল রয়েছে। এ সময় তিনি আরও বলেন, আগামী সেশন থেকে আদিবাসী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা দেয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। সরকার অনুমোদন করলে আগামী সেশন থেকে প্রাক-প্রাথমিকে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। ঝড়ে পড়া শিক্ষার্থীদের হার কমানোর কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা করলে এসব শিশু এখানে থেকে যেতে পারে।

সরেজমিনে রাংরাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করে দেখা যায়, বিদ্যালয়টিতে ৫৭৭ জন শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৬টি রুম বরাদ্দ। এর মধ্যে ১টি শিক্ষকের বসার স্থান এবং ১ টি স্টোররুম। বাকি ৪টি ক্লাসরুম। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য খোলা আকাশ বরাদ্দ পাঠদানের জন্য। বৃষ্টির সময় এসব শিক্ষার্থীর ঠাঁই হয় স্কুলের বারান্দায়। অন্য ক্লাসরুমগুলো দেখতে পরিপাটি মনে হলেও বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। এ বিদ্যালয়ে ১০০ জন উপজাতি শিক্ষার্থী রয়েছে এবং ১ জন উপজাতি শিক্ষক। অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে এমন অভিযোগ করেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. এমরান হোসেন।

এই বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে খানিকটা দূর যেতেই পড়ে বিড়ই ডাকুনী প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত, কোন সমস্যা না থাকলেও শিক্ষকদের হতাশার কারণ রয়েছে অনেক। সাংসারিক টানাপড়েনের মধ্যে চলতে হয় এ বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষককে। এ বিষয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক মিন্টু চিরান বলেন, এ এলাকার সব থেকে বড় সমস্যা হলো দরিদ্রতা। কাজের যথেষ্ট সুযোগ না থাকায় এই এলাকার অনেক মানুষ শহরে পাড়ি জমায়। ব্র্যাক পরিচালিত কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে জানতে গিয়ে দেখা যায়, কোন গ্রামে ৩৫ থেকে ৪০ জন শিক্ষার্থী সরকারি বা বেসরকারিভাবে কোন শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় না এলে তাদের জন্য ব্র্যাক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ব্র্যাক পরিচালিত আদিবাসী শিশুদের শিক্ষিত করার লক্ষ্যে ২১টি বিদ্যালয় রয়েছে। এ বিষয়ে ব্র্যাক পরিচালিত শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রধান আলী আজগর বলেন, শিক্ষার দিকে আদিবাসীদের ঝোঁক আছে। যতক্ষণ তাদের সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ তারা স্কুল ত্যাগ করে না।

ব্র্যাক পরিচালিত বাদাই তলা স্কুলের শিক্ষক মর্জিনা গাদাই বলেন, ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হোক এটা সব বাবা-মাই চায়। তবে যখন দরিদ্রতার সঙ্গে যুক্ত করে আর না টিকে থাকতে পারে না তখন সন্তানকে বাবাবাড়িতে, কৃষিকাজে অথবা কয়লার ডিপোতে কাজ করতে পাঠান পরিবার। মাসিক তিন থেকে চার হাজার টাকার জন্য শিক্ষিত হওয়ার বাসনা ছেড়ে দিয়ে তারা কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি আরও বলেন, উপজাতি অনেক শিশু বাংলা ভালো বোঝে না। তাদেরকে মাতৃভাষাতে বোঝাতে হয়। আক্ষেপ করে মর্জিনা গাদাই আরও বলেন, আমরা ৮ বছর ধরে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে শিক্ষকতা করি। আমাদের যে পারিশ্রমিক দেয়া হয় তাতে আমাদের সংসার পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ে।